

মৌ মধুবন্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ রক্তনদীএকার প্রকাশনা উৎসব ।

রবিবার আঠার জুন, শরীফের মিডিয়া সেন্টার এ উপচে পড়া ভীড় । প্রচণ্ড ধৈর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে , বসে আছে দৃশক ও শ্রোতা । রোলিং রকের কনসার্ট নয়, নয় কোন স্বনাম ধন্য রাজনৈতিক বক্তার বিশাল জনসভা । খুবই সাধারণ , খুবই সাদামাটা একটি মেয়ের কিছুর অসাধারণ কবিতা নিয়ে একটি কবিতার বইয়ের প্রকাশনা উৎসব । এই বিকেলের নাম দিলাম কবিতা বিকেল । মৌ এর কবিতার বই রক্তনদীএকার প্রকাশনা উৎসব । উৎসব বলতে যেমন একটা উৎসব উৎসব ভাব থাকে এখানে সেটা ছিল না বটে; কিন্তু ছিল সম্মোহিত স্নিগ্ধ পরিবেশ । হলুদ শাড়িতে উপস্থাপিকা রোজীকে দেখে মনে হলো আজ বুঝি ফাল্গুন । পাশে ফতুয়া ও ব্লু জিনসে চৌকশ উপস্থাপক আহমেদ হোসেন মাতিয়ে রাখলেন পুরো অনুষ্ঠানকে । রোজী বললো আজ শুধু কবিতা নিয়ে আলোচনা । তারপর পরিচয় করিয়ে দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে প্রথম স্‌স্থান নিয়ে পাশ করা টরন্টো বাসিনী আজকের কবি মৌ মধুবন্তী কে । প্রকাশকের কথা ও ভূমিকা পড়ে শুনালেন যথাক্রমে শেখর ও আহমেদ । আলোচনায় অংশ নেন ডঃ জাফর সেলিম, লেখিকা সালমা বাণী, কথা শিল্পী ফরিদা রহমান, পশ্চিম বাংলার শ্রীমতি ইলা রয় প্রমুখ । মৌ এর মেয়ে অন্তমা মাইকে খোলা কণ্ঠে বলে গেল সে তার মায়ের কবিতা খুব ভালোবাসে । মৌ এর সত্যপ্রিয়া কবিতা আবৃত্তি করে শুনান শেখর । দর্শক শ্রোতা যেন মূর্ত ও সম্মোহিত । ফরিদা রহমান মধুবন্তী কে মুক্তি যুদ্ধের কবিতা লিখতে বললে তিনি বললেন তিনি নিজেই একটি মুক্তি যুদ্ধ ।

প্রফেসর জোসেফ ও কনেল প্রথমে বাংলায় ও পরে ইংরেজীতে মধুবন্তীর কাব্য গ্রন্থের উপর আলোচনা করেন । তিনি মধুবন্তীর একটি কবিতা নিজে ইংরেজী তে অনুবাদ করে পড়ে শুনান । এই অনুষ্ঠানে মৌ মধুবন্তীর কবিতা আবৃত্তি করে শুনান বিশিষ্ট কবি ও আবৃত্তিকার রুমানা চৌধুরী , কবি মেহরাব রহমান, শেখর গোমেজ ও অনন্ত আহমেদ । মধুবন্তী নিজেও তার একট কবিতা আবৃত্তি করে শুনান । আমার মতো অ-কবিও কবিতার বাজময়তায় হতবাক । কবিতা যে কখনো এত জীবনত হতে পারে আমার জানা ছিল না । আমাদের মনের কথা উপস্থাপক ও উপস্থাপিকা দু’জনেই বোধ করি বুঝতে পেরেছিলেন । অনুষ্ঠানের শেষের দিকে তাই কবি মৌ শেখরের সাথে আবৃত্তি করলেন তার ‘অধরা’ কবিতা । কৃতজ্ঞতা আর নীরব স্বীকৃতির এক পর্যায়ে মৌ কেঁদে ফেলে । উপস্থিত কেউ আর চোখে পানি ধরে রাখতে পারেনি এই পর্যায়ে । সাবলিল প্রবাহ হঠাৎ যেন কেমন ঘন জমাট বাঁধা হয়ে গেলো । অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে কেক কাটা হয় এবং মৌ এর হাতের কালোজাম ও সিংগাড়া বিকেলের নাস্তা । আমি একজন দর্শক একজন শ্রোতা । ক্রিটিক নই , লেখক নই, নই রিপোর্টার । তাই নেই কোন সমালোচনা । অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কবিতা কণ্ঠ । সহযোগীতায় ছিল ঢাকা ইউনিভারসিটি ফোরাম ও গ্রামীণ ফাইনানসিয়াল মর্টগেজ । শব্দ নিয়ন্ত্রণে ছিলেন সকলের চেনা আশিকুজ্জামান টুলু । ভিডিও তে ছিলেন সিতার আহমেদ । ব্যাক গ্রাউন্ড সজ্জায় চিত্র শিল্পী মামুন । সার্বিক আয়োজনে ছিলেন রাজ । ছবি তোলে তীর্থ ও অন্তমা । এদিন ছিল ফাদার্স ডে । সে উপলক্ষে উপস্থিত সকল বাবাদেরকে শুভেচ্ছা জানানো হয় আনুষ্ঠানিক ভাবে . শুভেচ্ছা কথায় অংশ নেন ফিরজুর রহমান , জানু, বাবলি ও হাসিনা আক্তার ।

নাসির ইসলাম